ট্রেনের সিগন্যালে রিকশা আটকানোয় পুলিশ সদস্যকে জুতাপেটা করলো দুই নারী

কুষ্টিয়ায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে জুতাপেটা করেছে দুই নারী। সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল এগারোটার দিকে কোর্ট স্টেশন মসজিদের সামনের মোড়ে (আরসিআরসি সড়ক) এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকালে মসজিদের মোড়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন ট্রাফিক পুলিশের এক কনস্টেবল। তখন স্টেশনে ট্রেনের সিগন্যাল পড়ে।

স্থানীয়রা বলেন, ওই দুই নারী একটি বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন। এ সময় সড়কে অতিরিক্ত যানজট থাকায় রিকশায় থাকা দুই নারীর রিকশা আটকে দেন ট্রাফিক পুলিশের ওই কনস্টেবল। তবে তারা ট্রেনের সিগন্যাল উপেক্ষা করে জোরপূর্বক যাওয়ার চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ কনস্টেবল। সেখান থেকেই শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক।

স্থানীয় একটি ফার্মেসির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই দুই নারীর সাথে থাকা শিশুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে ট্রাফিক পুলিশের দিকে তেড়ে এসে প্রথমে একজন ধাক্কা দেয়। এরপর আরেকজন ট্রাফিক পুলিশের মুখে জুতা দিয়ে আঘাত করে। তারপর তাদের সাথে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে স্থানীয়রা ঠেকালে ওই দুই নারী চলে যায়। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, ট্রেনের সিগন্যাল পড়েছিল, তবে ওই দুই নারী সিগন্যাল উপেক্ষা করে জোরপূর্বক যাওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে ট্রফিক পুলিশ বাধা দিলে বাকবিতন্ডা হয়। পরে ওই দুই নারী পথচারী ঘুরে এসে ট্রাফিক পুলিশকে ধাক্কা দেয় এবং জুতা দিয়ে পেটায়।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে জানার জন্য ট্রাফিক কনস্টেবলকে ডেকেছি। তার কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখনও ওই দুই নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি, তাদের সন্ধান চলছে।

দামুড়হুদায় এনজিও ম্যানেজার সোহাগ কে জুতাপেটা করলেন স্থানীয় জনতা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থিত সুনামধন্য এনজিও প্রতিষ্ঠান সাজেদা ফাউন্ডেশন কার্পাসডাঙ্গা শাখার ম্যানেজার সোহাগ নারী কেলেংকারীতে কার্পাসডাঙ্গাতে শনিবার রাত ১১টার দিকে জনতার হাতে আটক হয়। এসময় স্থানীয়রা তাকে আটক করে জুতাপেটা করে খুটির সাথে বেঁধে রাখে ও কঠোর শাস্তির দাবী তোলে।

জানা গেছে কার্পাসডাঙ্গা অনার্স পড়ুয়া একটা মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে সোহাগ। মেয়ের মান সম্মানের কথা চিন্তা করে নাম পরিচয় গোপন করা হলো। এসময় মেয়ের পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে সোহাগকে বারন করলেও সে কোন বাধা নিষেধ শুনতে চাইনি। বরং তার সাথে সম্পর্ক না রাখলে উল্টা করে মেয়েকেই ক্ষতি করার হুমকি দেয় সে। গতকাল গভীর রাতে মেয়েটির বাড়ি আসলে তাকে স্থানীয়রা আটক করে জুতাপেটা করে ও খুটিতে বেঁধে রাখে।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে স্থানীয় অনেকে জানান দীর্ঘদিন ধরে কার্পাসডাঙ্গাতে সোহাগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়ের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনায়। বহু মেয়ের জীবন সে নষ্ট করেছে। স্থানীয়রা তার কঠোর শাস্তি দাবী করেছে।এদিকে ঘর মালিক সেরজান তাকে জিম্মায় নিয়ে যায়।সেরজান জানান সে পালাবে না।সে আমার হেফাজতে থাকবে।এ বিষয়ে সোহাগের সাথে জানতে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

সোহাগের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল। সোহাগের বিরুদ্ধে থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে মেয়ের পরিবার। সোহাগের কঠোর শাস্তির ব্যাবস্থা করতে ও নারীবাজ এ ম্যানেজারকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে সাজেদা ফাউন্ডেশনের উদ্ধতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই আতিকুর রহমান জুয়েল